আল্লাহর প্রিয় বান্দা
হবেন কিভাবে?
আবু আহমাদ সাইফুদ্দীন বেলাল
www.QuranerAlo.com
Shadman's design

كيف تكون حبيبا لله ؟

আল্লাহর প্রিয় বান্দা হবেন কিভাবে?

আবু আহমাদ সাইফুদ্দীন বেলাল

সম্পাদনা

উমার ফারুক আব্দুল্লাহ

আল-আহসা ইসলামিক সেন্টার

বাংলা বিভাগ, সৌদি আরব

- S ما هو أحلى الحب؟
- S أهمية الحب لله والبغض لله
- S واجبات الحب لله والبغض له
- S علامات حبك اللهَ تعالى إياه
- S فوائد حب الله تعالى للعبد

সূচীপত্র

Contents

বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম

লেখকের আবেদন

প্রশংসা মাত্রই আল্লাহর জন্য। দরুদ ও সালাম আমাদের নবী মুহাম্মদ [ﷺ] এবং তাঁর পরিবার ও সাহাবাগণের প্রতি বর্ষিত হোক।

আল্লাহর প্রিয় ও মাহবুব বান্দা হওয়া কী সম্ভব? আল্লাহ তাঁর কোন বান্দাকে ভালবাসেন? হ্যাঁ, সম্ভব এবং আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর কিছু বান্দাকে ভালবাসেন।

আল্লাহ তাঁর কোন বান্দাকে ভালবাসেন এর চেয়ে উত্তম ও মজার ভালবাসা আর কিছুই হতে পারে না। এ ভালবাসার উপরে আর কোন ভালবাসার স্থান নেই।

কেউ আল্লাহকে ভালবাসলে বা কেউ আল্লাহকে ভালবাসার দাবী করলেই যে, আল্লাহ তাকে ভালবাসেন তা বলা অসম্ভব। অসংখ্য মানুষ আল্লাহর ভালবাসার দাবীদার। কিন্তু সত্যিকারে আল্লাহ তা'য়ালা কাকে ভালবাসেন এবং কাকে ভালবাসেন না তা একমাত্র আল্লাহই জানেন।

এ ভালবাসা খুবই কম সংখ্যক মানুষের ভাগ্যে জুটে। ইহা এমন এক ভালবাসা যার প্রতিযোগিতা করে প্রতিযোগীরা। যাঁরা নিজেকে সর্বদা ব্যস্ত করে রাখে এ মহান ভালবাসা অর্জনের জন্য। এরই সৌরভে বিচরণ করে একমাত্র আল্লাহর এবাদতকারীগণ। ইহা অন্তরের জন্য খাদ্য এবং আত্মার জন্য পুষ্টি ও চোখের জন্য প্রশান্তি।

যে ব্যক্তি আল্লাহর ভালবাসা হতে বঞ্চিত তার জীবন মৃত্যু তুল্য। ইহা আলো স্বরূপ যে এ হতে বঞ্চিত হলো সে গহীন অন্ধকারে হাবুডুবু খেল। ইহা মহাঔষধ যে পেল না তার অন্তর ব্যধিগ্রস্ত। ইহা এমন মজার জিনিস যে অর্জন করতে অক্ষম তার সমস্ত জীবন দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ও ব্যথাতুর।

ইহা ঈমান ও আমল--- ইত্যাদির আত্মা। ইহা ব্যতীত সবকিছুই আত্মাশূন্য শরীরের মত।

আমরা কুরআন ও সহীহ হাদীস এবং সালাফে সালেহীনদের নির্ভরযোগ্য বাণীসমূহ দ্বারা

“আল্লাহর প্রিয় বান্দা হবেন কিভাবে?” বিষয়ে আপনাদেরকে এ ছোট বইটি উপহার দিচ্ছি।

বইটির প্রথম প্রকাশ করতে পারায় আমরা আল্লাহ তা'য়ালার মহান দরবারে অশেষ শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি।

পাঠক মহোদয় ইহা থেকে উপকৃত হলে আমাদের পরিশ্রম সার্থক হবে। যাঁরা এ মহৎ কাজে সহযোগিতা করেছেন, তাঁদের সকলকে আমাদের সকৃতজ্ঞ ধন্যবাদ জানাই।

পরিশেষে আমাদের নিবেদন এই যে, সংশোধনের কাজ কোন দিনও চূড়ান্ত করা যায় না। অতএব, বইটি পড়ার সময় কোন ভুল-ত্রুটি বা ভ্রম কারো দৃষ্টিতে পড়লে অথবা কোন নতুন প্রস্তাব থাকলে তা আমাদেরকে অবহিত করালে সাদরে গৃহীত হবে। আর পরবর্তী সংস্করণে যথাযথ বিবেচনা করা হবে।

আল্লাহ তা'য়ালার নিকট প্রার্থনা তিনি যেন, আমাদেরকে তাঁর মাহবুব ও প্রিয় বান্দা হওয়ার তাওফিক দান করেন।

হে আল্লাহ! আমাদের এই মহতী উদ্যোগ ও ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাকে কবুল করুন। আমীন!

আবু আহমাদ সাইফুদ্দীন বেলাল
আল-আহসা ইসলামিক সেন্টার
বাংলা বিভাগ, সৌদি আরব
১৮/ রমজান, ১৪৩২ হিঃ
১৮/ ৮/ ২০১১ ইং

সবচেয়ে মজার ও উঁচুমানের ভালবাসা কী জানেন? এ এমন এক ভালবাসা যার উপরে আর কোন ভালবাসা হতে পারে না।

প্রেমিক-প্রেমিকার ভালবাসা

ভাবছেন এ ভালবাসা প্রেমিক-প্রেমিকার ভালবাসা!

বর্ণিত আছে যে, একজন আবেদ সবকিছু ছেড়ে শুধুমাত্র আল্লাহর এবাদতে মশগুল থাকত। একদিন এক অপূর্ব সুন্দরী খ্রীষ্টান মহিলাকে দেখে প্রেমে মত্ত হয়ে পড়ে। বিবাহের প্রস্তাব দিলে সুন্দরী প্রত্যাখ্যান করে বলে: যদি তুমি ইসলাম ধর্ম ত্যাগ কর তবে তোমার আশা পূরণ হতে পারে। তাই সে আবেদ সুন্দরীকে পাওয়ার জন্য খ্রীষ্টান ধর্মগ্রহণ করল। কিন্তু তার সাথে সাক্ষাতের পূর্বেই কুফরি অবস্থায় মারা গেল। না'উযু বিল্লাহি মিন যালিক!

ঐদিকে সেই সুন্দরী এ কথা জানতে পেরে তার প্রেমিককে জান্নাতে একসাথে পাওয়ার আশায় ইসলাম ধর্মগ্রহণ করে সে মুসলিম অবস্থায় মারা গেল।

আরো বর্ণিত আছে যে, এক প্রেমিক তার প্রেমিকার জন্য দীর্ঘ অপেক্ষায় থাকার পর যখন সে তার সামনে হাজির হল, তখন সে তার ভালবাসা প্রকাশের জন্য প্রেমিকার দুই পায়ের মাঝে মাটিতে সেজদায় পড়ে গেল। আর এ অবস্থায় মৃত্যুর ফেরেশতা তার জান কবজ করে নিল। ফলে সে মুশরিক হয়ে মৃত্যুবরণ করল। না'ঊযু বিল্লাহি মিন যালিক!

আরো বর্ণিত আছে যে, বাগদাদে এক যুবক নিয়মিত আজানের পূর্বে মসজিদে উপস্থিত হত। যুবকটি মুয়াজ্জিনের নিকট আজান দেয়ার সুযোগ গ্রহণের প্রবল ইচ্ছা প্রকাশ কর। নাছোড়বান্দা দেখে পরিশেষে মুয়াজ্জিন সাহেব যুবকটিকে আজান দেয়ার অনুমতি দেন। কিন্তু বলে দেন যে, "হাইয়া 'আলাস্ সালাহ্ ও হাইয়া 'আলাল ফালাহ্" বলার সময় ডানে-বামে ঘাড় যেন না ফেরাই।

একদিন যুবকের মাথায় খেলল আজানে "হাইয়া 'আলাস্ স্বলাহ্ ও হাইয়া 'আলাল ফালাহ্" বলার সময় ডানে-বামে ঘাড় ঘুরানো সুন্নত, যা ছেড়ে দেয়া মোটেই ঠিক হচ্ছে না। তাই ডানে ঘাড় ঘুরাতেই যুবক পার্শ্বে

ছাদের উপর দেখতে পেল এক বাগদাদী সুন্দরী যুবতী। আজান শেষ না করতেই যুবক দৌড়ে মেয়েটির বাড়ীতে গিয়ে বিবাহের পয়গাম দিয়ে বসল। যুবতী বলল: আমার বাবা আছেন তাঁর সাথে কথা বল। সে মেয়েটির বাবার অপেক্ষায় রইল। মেয়েটির বাবা পৌঁছা মাত্রই মনের বাসনা প্রকাশ করল যুবক।

খ্রীষ্টান বাবা বলল: তুমি মুসলিম আর আমার মেয়ে খ্রীষ্টান; তাই তোমার সাথে আমার মেয়ের বিবাহ সম্ভব না। যুবক মেয়েটির প্রেমে এমনিই মত্ত হলো যে, সাথে সাথে বলে ফেলল: আমি তাকে ছাড়া বাঁচব না। তাই আমি খ্রীষ্টান ধর্মগ্রহণ করলাম, আপনার মেয়ের সাথে বিবাহ দেন। না'উযু বিল্লাাহি মিন যালিক!

ইউসুফ [عليه السلام]কে জুলায়খার এক পক্ষের ভালবাসার কথা আল্লাহ তা'য়ালা কুরআনে বর্ণনা করেছেন।

*) (' & % $ # " ! [

9 8 7 5 4 3 2 0 / . , +

يوسف: ٢٣ Z ; :

“আর সে যে মহিলার ঘরে ছিল, ঐ মহিলা তাকে ফুসলাতে লাগল এবং দরজাসমূহ বন্ধ করে দিল। সে মহিলা বলল: শুন! তোমাকে বলছি এদিকে আস! সে বলল: আল্লাহ রক্ষা করুন; তোমার স্বামী আমার মালিক। তিনি আমাকে সযত্নে থাকতে দিয়েছেন। নিশ্চয় সীমা লংঘনকারীগণ সফল হয় না।”
[সূরা ইউসুফ:২৩]

] وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي ٱلْمَدِينَةِ ٱمْرَأَتُ ٱلْعَزِيزِ تُرَٰوِدُ فَتَىٰهَا عَن نَّفْسِهِۦۖ قَدْ شَغَفَهَا حُبًّاۖ إِنَّا لَنَرَىٰهَا فِي ضَلَٰلٍ مُّبِينٍ à Z يوسف: ٣٠

“নগরে মহিলারা বলাবলি করতে লাগল যে, আজীজের স্ত্রী স্বীয় গোলামকে কুমতলব চরিতার্থ করার জন্য ফুসলায়। সে তার প্রেমে উন্মত্ত হয়ে গেছে। আমরা তো তাকে প্রকাশ্য ভ্রান্তিতে দেখতে পাচ্ছি।” [সূরা ইউসুফ: ৩০]

সাবধান! ভালবাসার ফাঁদে ও প্রেমফাঁসে পড়ে কত ছেলে-মেয়েরা তাদের দুনিয়া ও আখেরাতের জীবন নষ্ট করেছে। যারা এ ফাঁদে পড়ে গেছেন তারা এ

থেকে বাঁচার চেষ্টা করুন। আর যারা পড়েননি খবদ্দার পড়ার চেষ্টা করবেন না।

স্বামী-স্ত্রীর ভালবাসা

ভাবছেন বুঝি এ ভালবাসা স্বামী-স্ত্রীর মাঝের ভালবাসা? নিঃসন্দেহে স্বামী-স্ত্রীর মাঝের ভালবাসা এক মধুর ও গভীর ভালবাসা। এ ভালবাসা আল্লাহ তা'য়ালা সৃষ্টিগতভাবেই করে দিয়েছেন। এ ব্যাপারে আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর কুরআনুল কারীমে বলেন:

b a ` _ ^] \ [Z Y [

m l k j i h¦ f e d c

الروم: ٢١ Z n

"আর এক নিদর্শন এই যে, তিনি তোমাদের জন্যে তোমাদের মধ্য থেকে তোমাদের সংগিনীদের সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাদের কাছে শান্তিতে থাক এবং তিনি তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক সম্প্রীতি ও দয়া সৃষ্টি করেছেন। নিশ্চয়ই এতে চিন্তাশীল লোকদের জন্যে নিদর্শনাবলী রয়েছে।" [সূরা রূম:২১]

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:« لَمْ نَرَ لِلْمُتَحَابَّيْنِ مِثْلَ النِّكَاحِ ». رواه ابن ماجة وصححه الألباني.

ইব্‌নে আব্বাস [রযিয়াল্লাহু আনহুমা] হতে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ [স্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] বলেন:"আমি স্বামী-স্ত্রীর মাঝের ভালবাসার মত আর কোন ভালবাসা দেখিনি।" [ইবনে মাজাহ, শাইখ আলবানী (রহঃ) হাদিসটিকে সহীহ বলেছেন]

রসূলুল্লাহ [ﷺ] তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত প্রথম স্ত্রী খাদীজা (রাঃ)কে কখনো ভুলতে পারেননি। বরং প্রতিটি প্রসঙ্গে খাদীজার কথা স্মরণ করতেন।

স্বামী-স্ত্রীর মাঝের জয় করতে চাইলে প্রয়োজন ভালাবাসা। এ ছাড়া অন্য কিছু দ্বারা একে অপরকে জয় করা অসম্ভব।

বাবা-মা ও সন্তানের ভালবাসা

ভাবছেন এ ভালবসা বাবা-মামা ও সন্তানদের মাঝের ভালবাসা!? সন্তান ইউসুফ [عليه السلام]কে বাবা ইয়াকুব [عليه السلام]-এর ভালবাসার ঘটনা সবার জানা। আল্লাহ তা'য়ালা কুরআনে এ ঘটনা বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন:

] وَتَوَلَّىٰ عَنْهُمْ وَقَالَ يَٰأَسَفَىٰ عَلَىٰ ´ µ ¶ ¸
ٱلْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ ﴿٨٤﴾ Z يوسف: ٨٤

"এবং তাদের দিক থেকে তিনি মুখ ফিরিয়ে নিলেন এবং বললেন: হায় আফসোস ইউসুফের জন্যে! এবং দু:খে তাঁর চক্ষুদয় সাদা হয়ে গেল। আর অসহনীয় মনস্তাপে তিনি ছিলেন ক্লিষ্ট।" [সূরা ইউসুফ: ৮৪]

আবু কেলাব উমাইয়া ইবনে আস্কার তার সন্তান কেলাবকে ভালবাসার ঘটনা প্রসিদ্ধ।

ইমাম জুহরী উর'আহ্ থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন: কেলাব ইবনে উমাইয়া [رضي الله عنه] উমার ফারুক [رضي الله عنه]-এর খেলাফাত কালে মদিনায় হিজরত করেন।

এখানে কিছুদিন অবস্থান করেন। একদিন তালহা ইবনে উবাইদুল্লাহ ও জুবাইর ইবনে আওওয়াম [ﷺ]-এর সাথে সাক্ষাত করেন। তাঁদের দু'জনকে ইসলামে সর্বোত্তম আমল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে বলেন: ইসলামে সর্বোত্তম আমল হচ্ছে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা। এরপর উমার ফারুক [ﷺ]-এর সাথে পরামর্শ করলে তিনি তাকে জিহাদে প্রেরণ করেন।

এ দিকে তার বাবা-মা বয়োবৃদ্ধ ও অতি দুর্বল ছিলেন। সন্তানের অনুপস্থিত দীর্ঘ দিন হলে আবু কিলাব [ﷺ] কবিতা লেখে তাঁর দু:খের কথা প্রকাশ করেন এবং মদিনার অলিগলি আবৃতি করে বেড়ান। এমনকি তার কবিতা উমার ফারুকের নিকট পৌঁছালেও তিনি সন্তান কেলাবকে ফেরৎ নিয়ে আনার কোন ব্যবস্থা গ্রহণের ফরমান জারি করেন না।

অবস্থা কঠিন আকার ধারণ করলে আবু কেলাব একদিন উমারের নিকট আসেন। এ সময় তিনি মসজিদে নববীতে ছিলেন আর তাঁর আস-পাশ ছিলেন মুহাজির ও আনসার সাহাবাগণ। আবু কেলাব উমারের

সামনে দাঁড়িয়ে তার দু:খ ও কষ্টের কথা কবিতা আকারে পড়তে শুরু করেন।

কবিতা শুনে উমার ফারুক [ﷺ] প্রচণ্ডভাবে কাঁদেন এবং কুফার আমীর সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস [ﷺ]কে পত্র লিখেন যে, দ্রুত কেলাব ইবনে উমাইয়াকে মদিনায় পেঁছানোর জন্যে ব্যবস্থা কর। কেলাব মদীনায় পৌঁছলে উমার [ﷺ] তাকে জিজ্ঞাসা করেন তোমার বাবার সাথে কি ধরণের সদ্ব্যবহার করতে? কেলাব তার সদ্ব্যবহারের বর্ণনা দেন।

উমার (ﷺ) বাবা উমাইয়াকে হাজির করার জন্য লোক পাঠান। তিনি টলতে টলতে এসে উপস্থিত হলেন। তার চুক্ষদ্বয় দুর্বল হয়ে পড়েছে এবং পিঠ বেঁকে গেছে। উমার [ﷺ] বললেন: আবু কেলাব! কেমন আছেন? উত্তরে বললেন: যেমন দেখছেন আমীরুল মুমিনীন!

উমার [ﷺ] বললেন: আপনার কোন প্রয়োজন আছে কী? বললেন: হ্যাঁ, একবার প্রিয় সন্তান কেলাবকে দেখতে চাই। মৃত্যুর পূর্বে তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে

তার শরীরের গন্ধ নিতে চাই। এ কথা শুনে উমার [ﷺ] কাঁদতে লাগলেন এবং বললেন: আল্লাহ চাহে আপনার আশা পূরণ করা হবে। অত:পর উমার [ﷺ] কেলাবকে তার বাবার জন্যে যেভাবে দুধ দহন করত সেরূপ এক গ্লাস দুধ দহন করতে আদেশ করলেন। সে তাই করলে দুধের পেয়ালা উমার [ﷺ] নিয়ে আবু কেলাবের হাতে দিয়ে বললেন, ধরুন হে আবু কেলাব।

আবু কেলাব পেয়ালা হাতে নিয়ে মুখের নিকট নিতেই উমার [ﷺ]কে বলেন: হে আমীরুল মুমিনীন! আমি এ পেয়ালাতে কেলাবের দু'হাতের গন্ধ পাচ্ছি। এ শুনে উমার [ﷺ] ক্রন্দন করতে লাগলেন এবং বললেন: এই যে কেলাব আপনার নিকটে হাজির। তাকে আমি উপস্থিত করেছি। শুনামাত্র সন্তানের দিকে লাফ দিয়ে উঠেন এবং বুকের সাথে জড়িয়ে ধরে চুমা দিতে থাকেন। এ দেখে আবার উমার [ﷺ] এবং উপস্থিত সকলে কাঁদতে লাগলেন। অত:পর উমার [ﷺ] কেলাবকে তার বাবা-মার খেদমত করার নির্দেশ করে বললেন: যতদিন তাঁরা বেঁচে থাকেন ততদিন

তাঁদের দু'জনের খেদমত করেই জিহাদ কর। এরপর তোমার যা হবাব হবে। এ ছাড়া উমার ফারুক [ﷺ] কেলাবের সরকারী ভাতা চালু রাখার নির্দেশ করলেন। কেলাব [ﷺ] তাঁর বাবা-মার মৃত্যু পর্যন্ত তাঁদের সাথেই অবস্থান করেন।[১]

যুদ্ধ বন্দীদের মধ্য হতে একজন মহিলা তার সন্তানকে পাওয়ার জন্য পাগল পরা হয়ে ছুটাছুটি করতে ছিল। সন্তানকে পেয়ে বুকে জড়িয়ে ধরে সন্তানকে বুকের দুধ পান করাতে লাগল। এ অবস্থা দেখে রসূলুল্লাহ [ﷺ] সাহাবাদেরকে বললেন: এ মহিলাটি কী তার এ সন্তানকে আগুনে নিক্ষেপ করতে পারে? সাহাবাগণ উত্তর দিলেন: পারতপক্ষে সন্তানকে আগুনে কক্ষনো নিক্ষেপ করতে পারে না। নবী [ﷺ] বললেন: এ মা তার সন্তানকে যতটুকু দয়া করে তার চাইতেও আল্লাহ তার বান্দার প্রতি বেশি দয়াবান।[২]

---

[১]. খাজ্জানাতুল আদাব: ২/২৭৩
[২]. বুখারী ও মুসলিম

আয়েশা [রা:] বলেন: তাঁর নিকটে একজন মিসকিন মহিলা দু'টি মেয়েকে নিয়ে হাজির হয়। আমি তাকে তিনটি খেজুর দেই। সে প্রতিটি মেয়েকে একটি করে খেজুর দেয়। অত:পর সে তৃতীয় খেজুরটি নিজে খাওয়ার জন্য মুখের দিকে উত্তোলন করে। এ অবস্থায় মেয়ে দু'টি হাত বাড়ালে মা তার খেজুরটিকে দু'ভাগ করে তাদেরকে দিয়ে দেন।

আয়েশা [রা:] বলেন: এ দেখে আমাকে বড় আশ্চর্য লাগলে। ঘটনাটি আমি রসূলুল্লাহ [ﷺ]-এর নিকট বর্ণনা করি। তিনি [ﷺ] বলেন: আল্লাহ তা'য়ালা এর দ্বারা সে মহিলাটির জন্য জান্নাতকে ওয়াজিব করে দিয়েছেন বা বলেন: এর দ্বারা তাকে জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্তি করে দিয়েছেন।[১]

---

[১]. মুসলিম

নবী [ﷺ]কে ভালবাসা

ভাবছেন এ ভালবাসা নবী [ﷺ]কে ভালবাসা? নবী [ﷺ]কে নিজের আত্মা, ধন-সম্পদ, পরিবার-পরিজন, বাবা-মা ও সন্তান-সন্ততি দুনিয়ার সবকিছুর উর্ধ্বে ভালবাসতে হবে।[১]

عَنْ عَبْد اللَّه بْنَ هشَامٍ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ وَهُوَ آخذٌ بيَد عُمَرَ بْنِ الْخَطَّاب فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللَّــه لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ منْ كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا منْ نَفْسِي، فَقَالَ النَّبِيُّ صَــلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ:« لَا وَالَّذي نَفْسِي بيَده حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْكَ منْ نَفْسكَ ». فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: فَإِنَّهُ الْآنَ وَاللَّه لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ منْ نَفْسِي فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ:« الْآنَ يَا عُمَــرُ ».رواه البخاري.

আব্দুল্লাহ ইবনে হিশাম [রাঃ] থেকে বর্ণিত তিনি বলেন। আমরা নবী [ﷺ]-এর সঙ্গে ছিলাম। এ সময়

[১]. এ বিষয়ে বিস্তারিত জানতে চাইলে আমাদের লেখা "যে ভালবাসা কাঁদালো" বইটি পড়ুন।

তিনি [ﷺ] উমার [رضي الله عنه]-এর হাত ধরে ছিলেন। উমার ফারুক [رضي الله عنه] নবী [ﷺ]কে বললেন: হে আল্লাহর রসূল! আপনি আমার নফ্স (আত্মা) ব্যতীত সবকিছুর উর্ধ্বে আমার নিকট প্রিয়। নবী [ﷺ] বললেন:"যাঁর হাতে আমার জীবন তাঁর কসম! না, যতক্ষণ পর্যন্ত তোমার আত্মার চেয়েও অধিক প্রিয় না হব।" তখন উমার [رضي الله عنه] বললেন: আল্লাহর কসম! এখন আপনি আমার আত্মার চেয়েও বেশি প্রিয়। নবী [ﷺ] বললেন:"এখন হে উমার (জানলে ও যা ওয়াজিব তা বললে)। [বুখারী হা: নং ৬৬৩২ ফাতহুল বারী: ১১/৫৩২]

عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:« لَا يُـؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ». متفق عليه.

আনাস [رضي الله عنه] থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেন:"যাঁর হাতে আমার জীবন তাঁর কসম! তোমাদের কেউ ততক্ষণ মুমিন হতে পারবে না

যতক্ষণ আমি তার পিতা-মাতা, সন্তান-সন্ততি ও সকল মানুষের চেয়ে অধিক প্রিয় না হব।"[১]

عَنْ أَنَسٍ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ:« لَا يُؤْمِنُ عَبْدٌ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ أَهْلِه وَمَالِه وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ». رواه مسلم.

আনাস [ﷺ] হতে বর্ণিত নবী [ﷺ] বলেছেন: "ততক্ষণ কোন বান্দা মুমিন হতে পারবে না যতক্ষণ আমি তার নিকটে তার পরিবার-পরিজন, ধন-সম্পদ ও সকল মানুষ থেকে অধিক প্রিয় না হব।"[২]

عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِب، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ إِلَى رَسُولِ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ فَقَالَ: لَأَنْتَأَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ نَفْسِي وَوَلَدِي وَأَهْلِي وَمَالِي، وَلَوْلَا أَنِّي آتِيكَ فَأَرَاكَ لَظَنَنْتُ أَنِّي سَأَمُوتُ، وَبَكَى الْأَنْصَارِيُّ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ: " مَا أَبْكَاكَ ؟ " قَالَ: ذَكَرْتُ أَنَّكَ سَتَمُوتُ وَنَمُوتُ فَتُرْفَعُ مَعَ

---

[১]. বুখারী ও মুসলিম

[২]. মুসলিম

النَّبِيِّينَ، وَنَحْنُ إِنْ دَخَلْنَا الْجَنَّةَ كُنَّا دُونَكَ، فَلَمْ يُخْبِرْهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَيْءٍ، فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: [I J K L M N

W V U T S R Q P O

c b ` _ ^] \ [Z Y

Z e d النساء: ٦٩ - ٧٠، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « أَبْشِرْ ». رواه البيهقي في شعب الإيمان: ٢ / ٥٠٥

আতা ইবনে সায়েব থেকে বর্ণিত, তিনি শা‘বী থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন: একজন আনসারী ব্যক্তি রসূলুল্লাহ [ﷺ]-এর নিকট এসে বলল: হে আল্লাহর রসূল! আপনি আমার নিকট আমার জীবন, সন্তান-সন্ততি, পরিবার-পরিজন ও সম্পদের চাইতে অধিক প্রিয়। আর আপনাকে না দেখে আমি যেন বাঁচতেই পারি না। এরপর আনসারী লোকটি কাঁদতে লাগল।

নবী [ﷺ] লোকটিকে বললেন: কেন কাঁদতেছ? বলল: আমি স্মরণ করি যে, আপনি মারা যাবেন এবং আমরাও মারা যাব। এরপর আপনি থাকবেন নবী-রসূলদের সাথে। আর আমরা জান্নাতে প্রবেশ করলে থাকব আপনার চেয়ে নিচে। (যার ফলে আর আপনাকে দেখতে পাব না) নবী [ﷺ] তার কোন উত্তর দিলেন না। অত:পর রসূলুল্লাহ [ﷺ]-এর প্রতি নাজিল হলো আল্লাহর বাণী:

"আর যারা আল্লাহ এবং রসূলের আনুগত্য করবে, তারা যাঁদের প্রতি আল্লাহ নেয়ামত দান করেছেন তাদের সঙ্গী হবে। তাঁরা হলেন নবী, ছিদ্দীক, শহীদ ও সৎকর্মশীল ব্যক্তিবর্গ। আর তাঁদের সান্নিধ্যই হল উত্তম। এটা হল আল্লাহ–প্রদত্ত মহত্ত্ব। আর আল্লাহ যথেষ্ট পরিজ্ঞাত। [সূরা নিসা:৬৯-৭০]

এরপর নবী [ﷺ] লোকটিকে বললেন:"সুসংবাদ গ্রহণ কর।"[১]

---

[১]. বাইহাকী শু'য়াবুল ঈমানে:২/৫০৫, হাদিসটি হাসান, সিলসিলা সহীহা–আলবানী হা: নং ২৯৩৩

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ قَـــالَ: « مِنْ أَشَدِّ أُمَّتِي لِي حُبًّا نَاسٌ يَكُونُونَ بَعْدِي يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ رَآنِي بِأَهْلِه وَمَالِه ». مسلم.

আবু হুরাইরা [ﷺ] থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেন: আমার মৃত্যুর পর কিছু মানুষ আসবে যারা উম্মতের মধ্যে হতে আমাকে প্রচণ্ডভাবে ভালবাসবে। তাদের কেউ তার সমস্ত পরিবার-পরিজন ও সম্পদ দিয়ে হলেও আমাকে একবার দেখার জন্য আশা পোষণ করবে।[১]

---

১. মুসলিম

আল্লাহ্ তা'য়াকে ভালবাসা

ভাবছেন এ ভালবাসা আল্লাহকে ভালবাসা? আল্লাহকে ভালবাসা তাওহীদের মূল ও আত্মা। খাঁটিভাবে আল্লাহকে ভালাবাসা সকল এবাদতের হকিকত। আল্লাহর ভালবাসা ছাড়া বান্দার তাওহীদ অপূর্ণ। এ ভালবাসা সকল ভালবাসার জিনিসের উর্ধ্বে হতে হবে। সকল ভালবাসার বস্তু এ ভালবাসার আওতাধীন হতে হবে। নিশ্চয়ই এ ভালবাসার দ্বারা বান্দার সুখ-স্বাচ্ছন্দ ও বিজয় নিশ্চিত।

এ ভালবাসার পূর্ণতার দাবী হলো: কাউকে আল্লাহর জন্যে ও ওয়াস্তে ভালবাসা। তাই বান্দার উচিত আল্লাহ যেসব কাজ-কর্ম, ব্যক্তি, স্থান, সময় ইত্যাদিকে ভালবাসেন সেসবকে সেও ভালবাসবে। আর আল্লাহ তা'য়ালা যেসবকে ঘৃণা করেন সেও সেসবকে ঘৃণা করবে।

আল্লাহকে ভালবাসার ক্ষেত্রে মানুষ

আল্লাহ তা'য়ালাকে ভালবাসার ক্ষেত্রে মানুষ চার প্রকার:

ক) আল্লাহকে ছাড়া অন্যকে ভালবাসে। ইহা বিড় শিরক।

খ) আল্লাহকে ভালবাসে কিন্তু অন্যকে তাঁর চাইতে বেশি ভালবাসে। ইহাও বড় শিরক।

গ) আল্লাহকে যেমন ভালবাসে তেমনি অন্যকেও ভালবাসে। ইহাও বড় শিরক।

ঘ) শুধুমাত্র আল্লাহকে সবকিছুর ঊর্ধ্বে ভালবাসে। ইহা তাওহীদ যা মুমিনদের ভালবাসা।

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

W V U T S R Q P O N M [

البقرة: ١٦٥ Z n] \ [Z Y

''আর কিছু লোক এমনও রয়েছে যারা অন্যান্যকে আল্লাহর সমকক্ষ সাব্যস্ত করে এবং তাদের প্রতি তেমনি ভালবাসা পোষণ করে, যেমন আল্লাহর প্রতি

ভালবাসা হয়ে থাকে। কিন্তু যারা আল্লাহর প্রতি ঈমানদার তাদের ভালবাসা ওদের তুলনায় বহুগুণ বেশি।” [সূরা বাকারা: ১৬৫]

আল্লাহকে ভালবাসার প্রকার

আল্লাহর ভালবাসা তিন প্রকার:

১. শুধুমাত্র আল্লাহকে ভালবাসা। ইহা তাওহীদ ও এবাদত যার পুরস্কার জান্নাত।

২. আল্লাহর জন্যে ও ওয়াস্তে কাউকে বা কোন কিছুকে ভালবাসা। ইহাও এবাদত।

৩. আল্লাহর সাথে কাউকে ভালবাসা। ইহা বড় শিরক যার পরিণাম জাহানাম।

আল্লাহকে ভালবাসার কিছু আলামত

১. আল্লাহ তা'য়ালার সাক্ষাত পছন্দ করা; কারণ যে যাকে ভালবাসে সে তার সাক্ষাত ও দেখার প্রতিক্ষ্যায় থাকে। ইহা মৃত্যুকে ঘৃণা করার পরিপন্থী নয়; কারণ মুমিনি ব্যক্তি মৃত্যুকে ঘৃণা করে আর আল্লাহর সাক্ষাত তো মৃত্যুর পরেই। এর জন্যে সে বেশি বেশি নেক আমল করতে থাকে এবং প্রস্তুতিতে ব্যস্ত থাকে।

عَنْ أَبِي سَعِيد الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ أُنَاسًا فِي زَمَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّه هَلْ نَرَى رَبَّنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:« نَعَمْ، هَلْ تُضَارُّونَ فِي رُؤْيَةِ الشَّمْسِ بِالظَّهِيرَةِ ضَوْءٌ لَيْسَ فِيهَا سَحَابٌ؟ قَالُوا: لَا، قَالَ: وَهَلْ تُضَارُّونَ فِي رُؤْيَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ ضَوْءٌ لَيْسَ فِيهَا سَحَابٌ؟ قَالُوا: لَا، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا تُضَارُونَ فِي رُؤْيَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا كَمَا تُضَارُونَ فِي رُؤْيَةِ أَحَدِهِمَا - -) ». متفق عليه.

আবু সাঈদ খুদরী [ﷺ] থেকে বর্ণিত। নবী [ﷺ]-এর যুগে কিছু মানুষ বলল: হে আল্লাহর রসূল! আমরা কী কিয়ামতের দিন আমাদের প্রতিপালককে দেখতে পাব? নবী [ﷺ] বলেন:"মেঘমুক্ত আকাশে জোহরের সময় সূর্য দেখতে তোমাদের কী কষ্ট হয়? তরা বলল, না। নবী [ﷺ] আবার বললেন:"মেঘমুক্ত আকাশে পূর্ণিমার রাত্রিতে চাঁদ দেখতে তোমাদের কী কষ্ট হয়? তারা বলল, না। নবী [ﷺ] বললেন:"কিয়ামতের দিন আল্লাহকে দেখতে তোমাদের কোন কষ্ট হবে না যেমন (মেঘমুক্ত আকাশে) সূর্য ও চাঁদ দেখতে কষ্ট হয় না,------।[১]

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللَّهِ أَحَبَّ اللَّهُ لِقَاءَهُ، وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللَّهِ كَرِهَ اللَّهُ لِقَاءَهُ، قَالَتْ عَائِشَةُ أَوْ بَعْضُ أَزْوَاجِهِ: إِنَّا لَنَكْرَهُ الْمَوْتَ، قَالَ: لَيْسَ ذَاكِ وَلَكِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا حَضَرَهُ الْمَوْتُ بُشِّرَ بِرِضْوَانِ اللَّهِ وَكَرَامَتِهِ، فَلَيْسَ شَيْءٌ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا أَمَامَهُ فَأَحَبَّ لِقَاءَ اللَّهِ

[১]. বুখারী ও মুসলিম

وَأَحَبَّ اللَّهُ لِقَاءَهُ. وَإِنَّ الْكَافِرَ إِذَا حُضِرَ بُشِّرَ بِعَذَابِ اللَّهِ وَعُقُوبَتِهِ فَلَيْسَ شَيْءٌ أَكْرَهَ إِلَيْهِ مِمَّا أَمَامَهُ كَرِهَ لِقَاءَ اللَّهِ وَكَرِهَ اللَّهُ لِقَاءَهُ ». متفق عليه.

উবাদা ইবনে সামেত [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি নবী [ﷺ] হতে বর্ণনা করেন। তিনি [ﷺ] বলেন:"যে ব্যক্তি আল্লাহর সাক্ষাত করা ভালবাসে আল্লাহও তার সাক্ষাত করা ভালবাসেন। আল যে আল্লাহর সাক্ষাত করা ঘৃণা করে আল্লাহও তার সাক্ষাত ঘৃণা করেন। আয়েশা [রযিয়াল্লাহু আনহাা] অথবা তাঁর কোন স্ত্রী বলেন, আমরা তো মৃত্যুকে ঘৃণা করি। নবী [ﷺ] বলেন:"আসলে ইহা উদ্দেশ্য নয়। বরং মুমিন ব্যক্তির যখন মৃত্যু হাজির হয় তখন তাকে আল্লাহর সন্তুষ্টি ও তাঁর মহত্ত্বের সুসংবাদ দেয়া হয়। এ সময় তার সামনে এর চইতে অধিক ভালবাসার বস্তু আর কিছুই থাকে না। তাই সে আল্লাহর সাক্ষাত করা ভালবাসে এবং আল্লাহও তার সাক্ষাত করা ভালবাসেন। আর কাফেরের যখন মৃত্যু উপস্থিত হয় তখন তাকে আল্লাহর আজাব ও শাস্তির সংবাদ দেয়া হয়। এ সময় তার সামনে এর চাইতে বেশি ঘৃণার বস্তু আর কিছুই হয় না। তাই সে আল্লাহর

সাক্ষাত করাকে ঘৃনা করে এবং আল্লাহও তার সাক্ষাত ঘৃণা করেন।[১]

২. নিজের সমস্ত ভালবাসর বস্তুর চাইতে প্রকাশ্যে ও গোপনে আল্লাহর ভালবাসার বস্তুকে অগ্রাধিকার দেয়া। তাই প্রবৃত্তির অনুসরণ থেকে বহু দূরে অবস্থান করা, অলসতাকে পরিহার করা, সর্বদা এবাদতের হেফাজত করা, বেশি বেশি নফল এবাদত দ্বারা আল্লাহর সান্নিধ্য লাভ করার চেষ্টা করা, আল্লাহর জিকিরে মশগুল থাকা। তাই জবান জিকিরে ক্লান্ত হয় না, অন্তর তা থেকে খালি হয় না; কারণ যে কোন কিছুকে ভালবাসে সে তার সর্বদা জিকির করে এবং তার সাথে তার সম্পর্ক গভীর হয়। তাই আল্লাহকে ভালবাসার আলামত হচ্ছে: তাঁর জিকিরকে ভালবাসা, কুরআন যা আল্লাহর মহাবাণী তাকে ভালবাসা, তাঁর রসূল মুহাম্মদ [ﷺ]কে ভালবাসা এবং তিনি যা রেখে গেছেন তারই একমাত্র অনুসরণ করা।

---

[১]. বুখারী ও মুসলিম

৩. আল্লাহর কোন এবাদত বা জিকির কিংবা অজিফা ছুটে গেলে আফসোস করা, এবাদতের সময় অন্তরে মজা পাওয়া এবং ভারী মনে না করা। সাহাবা কেরাম যাঁরা আল্লাহকে সবচাইতে বেশি ভালবাসতেন তাঁদের কারো সালাতের তাকবীরে ঊলা (প্রথম তকবীর) ছুটে গেলে তিনি দিন এবং জামাত ছুটে গলে সাত দিন আফসোস করতেন।

৪. সকল মুমিনদের প্রতি বিনয়ী ও নম্র-ভদ্র এবং কাফেরদের প্রতি শক্ত হওয়া।

Z] + *) (' & % # " ! [
الفتح: ٢٩

"মুহাম্মদ আল্লাহর রসূল এবং তাঁর সহচরগণ কাফেরদের প্রতি কঠোর, নিজেদের মধ্যে পরস্পর সহানুভূতিশীল।" [সূরা ফাত্‌হ: ২৯]

৫. ভালবাসার মাঝে সম্মান ও ভয়-ভীতি থাকা; কারণ ভয় ভালবাসার বিপরীত নয়। ভয় করে যদি আল্লাহ তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নেন। এর চাইতেও বেশি ভয় যদি তার ও আল্লাহর মধ্যে

পর্দা ফেলে দেন। আরো বেশি ভয়; করে যদি আল্লাহ তা'য়ালা তাকে তাঁর রহমত থেকে দূরে ও বঞ্চিত করে দেয়।

৬. এ ছাড়া আল্লাহর ভালবাসার লক্ষণ হলো: আল্লাহকে ভালবাসে তা গোপন রাখা, মানুষের কাছে আল্লাহর ওলী ইত্যাদি দাবী বা প্রকাশ না করা, আল্লাহ ও তাঁর রসূলকে ভালবাসে তার অনুভব করা, সকল ইবাদতে অগ্রগামী ও নিষিদ্ধতা হতে দূরে থাকা।

আল্লাহর খাঁটি ভালবাসার দাবি

আল্লাহর ওয়াস্তে ভালবাসা ও আল্লাহর ওয়াস্তে ঘৃণা করা।

আহলুস্‌সুন্নাহ ওয়ালজামাত এ বিষয়টিকে গুরুত্বসহকারে আকীদার কিতাবসমূহে বর্ণনা করেছেন। কারণ, ইহা আকীদা ও ঈমানের সবচাইতে জরুরি বিষয় যার গুরুত্ব দেয়া প্রতিটি মুসলিমের প্রতি ফরজ। বরং ইহা শীর্ষক বিষয়। এ বিষয়ে অনেক দলিল-প্রমাণ উল্লেখ হয়েছে। যেমনঃ আল্লাহ তা'য়ালার বাণীসমূহ হতেঃ

h g e d c b a [

o n m l k j i

z y x v u t r q p

{ | Z التوبة: ٧١

''আর ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার নারী একে অপরের সহায়ক। তারা ভাল কথার শিক্ষা দেয় এবং

মন্দ থেকে বিরত রাখে। সালাত প্রতিষ্ঠা করে, জাকাত দেয় এবং আল্লাহ ও তাঁর রসূলের নির্দেশ অনুযায়ী জীবন যাপন করে। এদেরই উপর আল্লাহ তা'য়ালা দয়া করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ পরাক্রমশালী, সুকৌশলী।" [সূরা তাওবাহ: ৭১]

] لَّا يَتَّخِذِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلْكَٰفِرِينَ أَوْلِيَآءَ مِن دُونِ ´ ¶ ˛

ذَٰلِكَ فَلَيْسَ مِنَ ٱللَّهِ فِى شَىْءٍ ﴿٢٨﴾ Z آل عمران: ٢٨

'মুমিনগণ যেন অন্য মুমিনকে ছেড়ে কোন কাফেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করে। যারা এরূপ করবে আল্লাহর সাথে তাদের কোন সম্পর্ক থাকবে না।''
[সূরা আল-ইমরান: ২৮]

*) (' & % $ # " ! [

7 6 4 3 2 1 0 / . - , +

C A @ ? > = < ; : 9 8

P O N M K J I H G F E D

الممتحنة: ١ Z T S R Q

''মুমিনগণ, তোমরা আমার ও তোমাদের শত্রুদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। তোমরা তো তাদের প্রতি বন্ধুত্বের বার্তা পাঠাও, অথচ তারা যে সত্য তোমাদের কাছে আগমণ করেছে, তা অস্বীকার করেছে। তারা রসূলকে ও তোমাদেরকে বহিস্কার করে এই অপরাধে যে, তোমরা তোমাদের পালনকর্তার প্রতি বিশ্বাস রাখ। যদি তোমরা আমার সন্তুষ্টি লাভের জন্যে এবং আমার পথে জিহাদ করার জন্যে বের হয়ে থাক, তবে কেন তাদের প্রতি গোপনে বন্ধুত্বের পয়গাম প্রেরণ করছ? তোমরা যা গোপন কর এবং যা প্রকাশ কর, তা আমি খুব জানি। তোমাদের মধ্যে যে এটা করে, সে সরলপথ থেকে বিচ্যুত হয়ে যায়।''

[সূরা মুমতাহিনা: ১]

R Q P O N M L K [

Y X W V U T S

b a ` _ ^] \ [Z

Zm l k j i h ¦ f e d c

التوبة: ٢٤

“বল, তোমাদের নিকট যদি তোমাদের পিতা, তোমাদের সন্তান, তোমাদের ভাই, তোমাদের পত্নি, তোমাদের গোত্র, তোমাদের অর্জিত ধন-সম্পদ, তোমাদের ব্যবসা যা বন্ধ হয়ে যাওয়ার ভয় কর এবং তোমাদের বাসস্থান- যাকে তোমরা পছন্দ কর-আল্লাহ, তাঁর রসূল ও তাঁর রাহে জিহাদ করা থেকে অধিক প্রিয় হয়, তবে অপেক্ষা কর, আল্লাহর বিধান আসা পর্যন্ত, আর আল্লাহ ফাসেক সম্প্রদায়কে হেদায়েত দান করেন না।” [সূরা তাওবাহ:২৪]

আল্লাহর ওয়াস্তে ভালবাসা ও ঘৃণার গুরুত্ব

ইহা দ্বীনের একটি মূলনীতি এবং শরিয়তে এর স্থান উচ্চ শিখরে যা নিম্নে বর্ণিত কারণসমূহ দ্বারা সুস্পষ্ট:

১. ইহা "লাা ইলাাহা ইল্লাল্লাাহ"-এর সাক্ষ্য প্রদানের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ ও শর্ত। কেননা এর অর্থ: আল্লাহ ব্যতীত যত কিছুর এবাদত করা হয় তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা। যেমন আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:

M L K J I H G F E D [

X W V U T S R Q P N

b a ` _ ^] \ [Z

Z النحل: ٣٦

"আমি প্রত্যেক উম্মতের মধ্যেই রসূল প্রেরণ করেছি এই মর্মে যে, তোমরা আল্লাহর এবাদত কর এবং তাগুত থেকে নিরাপদ থাক। অত:পর তাদের মধ্যে কিছু সংখ্যককে আল্লাহ্ হেদায়েত করেছেন এবং

কিছু সংখ্যকের জন্যে বিপথগামিতা অবধারিত হয়ে গেল। সুতরাং তোমরা পৃথিবীতে ভ্রমণ কর এবং দেখ মিথ্যারোপকারীদের কিরূপ পরিণতি হয়েছে।”
[সূরা নাহল: ৩৬]

২. ইহা ঈমানের মজবুত বন্ধন। যেমন নবী [ﷺ] এর বাণী:

عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: « يَا ابْنَ مَسْعُودٍ، قُلْتُ: لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَهَا ثَلاثًا، تَدْرِي أَيُّ عُرَى الإِيمَانِ أَوْثَقُ؟قُلْتُ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ:فَإِنَّ أَوْثَقَ عُرَى الإِسْلامِ الْوَلايَةُ فِيهِ، الْحُبُّ فِيهِ وَالْبُغْضُ فيه». السلسلة الصحيحة للألباني برقم:۹۹۸

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ [রাদিয়াল্লাহু আনহু] থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন: আমার নিকট রসূলুল্লাহ [ﷺ] প্রবেশ করে বললেন: হে ইবনে মাসউদ! আমি বললাম, হাজির হে আল্লাহর রসূল [ﷺ]! তিনি এরূপ তিনবার বললেন। ঈমানের সাবচেয়ে মজবুত বন্ধন কী তুমি জান? আমি

বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রসূল বেশি জানেন। তিনি [ﷺ] বললেন: নিশ্চয়ই ইসলামের সবচেয়ে মজবুত বন্ধন হলো: ইসলামের বন্ধুত্ব, ইসলামের ওয়াস্তে ভালাবাসা এবং তারই ওয়াস্তে ঘৃণা করা।"[১]

৩. ইহা ঈমানের স্বাদ ও মজা অনুভব করার একটি কারণ। যেমন নবী [ﷺ]-এর বাণী:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالك رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّـهُ عَلَيْـه وَسَلَّمَ قَالَ:« ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيه وَجَدَ حَلَاوَةَ الْإِيمَان، أَنْ يَكُـونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْه ممَّا سوَاهُمَا، وَأَنْ يُحبَّ الْمَرْءَ لَا يُحبُّهُ إِلَّا للَّه، وَأَنْ يَكْرَهَ أَنْ يَعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُقْذَفَ فِـي النَّارِ ». متفق عليه.

আনাস ইবনে মালেক [رضي الله عنه] থেকে বর্ণিত, তিনি নবী [ﷺ] থেকে বর্ণনা করেন। তিনি [ﷺ] বলেছেন:"তিনিটি জিনিস যার মধ্যে থাকবে, সেই ঈমানের স্বাদ অনুভব করতে পারবে। (এক) সবকিছুর ঊর্ধ্বে আল্লাহ ও

---

[১]. সিলসিলা সহীহা–আলবানী হা: নং ৯৯৮

রসূলকে ভালাবাসা। (দুই) আল্লাহরই ওয়াস্তে কোন মানুষকে ভালবাসা। (তিন) আগুনে নিক্ষিপ্ত হওয়াকে ঘৃণার অনরূপ কুফরিতে ফিরে যাওয়াকে ঘৃণা কর।"[১]

৪. এ আকীদার মাধ্যমে ঈমান পূর্ণতা লাভ করে। যেমন নবী [ﷺ] বাণী:

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَــالَ:« مَنْ أَحَبَّ لِلَّهِ وَأَبْغَضَ لِلَّهِ وَأَعْطَى لِلَّهِ وَمَنَعَ لِلَّهِ فَقَدْ اسْــتَكْمَلَ الْإِيمَانَ ». أبو داود، الترمذي، أحمد.

আবু উমামা [رضي الله عنه] থেকে বর্ণিত, তিনি রসূলুল্লাহ [ﷺ] হতে বর্ণনা করেন। তিনি [ﷺ] বলেছেন:"যে ব্যক্তি আল্লাহরই ওয়াস্তে ভালবাসে, আল্লাহরই ওয়াস্তে ঘৃণা করে, আল্লাহরই ওয়াস্তে দেয় এবং আল্লাহরই ওয়াস্তে বারণ করে সে তার ঈমান পূর্ণ করল।"[২]

---

[১]. বুখারী ও মুসলিম

[২]. আবু দাউদ, তিরমিযী ও আহমাদ

৫. আল্লাহ ছাড়া অন্যকে ও তার দ্বীনকে ভালবাসা এবং আল্লাহ ও তাঁর দ্বীনকে ঘৃণা করা আল্লাহর সাথে কুফরি করা। যেমন আল্লাহর বাণী:

{ y x w v u t s r q p o n [

أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ~ { |

Z © الأنعام: ١٤

"আপনি বলে দিন: আমি কি আল্লাহ ব্যতীত-যিনি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের স্রষ্টা এবং যিনি সবাইকে আহার্য দান করেন ও তাঁকে কেউ আহার্য দান করে না-অপরকে সাহায্যকারী স্থির করব? আপনি বলে দিন: আমি আদিষ্ট হয়েছি যে, সর্বাগ্রে আমিই আজ্ঞাবহ হব। আপনি কদাচ অংশীবাদীদের অন্তর্ভুক্ত হবেন না।" [সূরা আনআম: ১৪]

৬. ইহা এমন একটি ভিত্তি যার ভিত্তিতে গড়ে উঠে ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা। যেমন নবী [ﷺ]-এর বাণী:

عَنْ أَنَسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« لاَ يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ ». البخاري.

আনাস [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি নবী [ﷺ] হতে বর্ণনা করেন। তিনি [ﷺ] বলেছেন:“তোমাদের কেউ ততক্ষণ মমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ নিজের জন্য যা ভালবাসে তা অন্য ভাইয়ের জন্য না ভালবাসবে।”[১]

[১]. বুখারী

আল্লাহর ওয়াস্তে ভালবাসা ও ঘৃণার ক্ষেত্রে মানুষ

আল্লাহর ওয়াস্তে ভালবাসা ও আল্লাহর ওয়াস্তে ঘৃণা করার ক্ষেত্রে মানুষ তিন প্রকার:

(ক) যাঁদেরকে সম্পূর্ণভাবে ভালবাসতে হবে। এঁরা হচ্ছে পূর্ণ মুমিন বান্দাগণ। যারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতি ঈমান এনেছে এবং এখলাসের সাথে দ্বীনের কার্যাদি আদায় করে। আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:

[¶ ¸ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكَوٰةَ وَهُمْ رَٰكِعُونَ ﴿٥٥﴾ وَمَن يَتَوَلَّ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ فَإِنَّ حِزْبَ ٱللَّهِ هُمُ ٱلْغَٰلِبُونَ ﴿٥٦﴾ Z المائدة: ٥٥ – ٥٦

"তোমাদের বন্ধু তো আল্লাহ্, তাঁর রসূল এবং মু'মিনগণ-যারা সালাত কায়েম করে, জাকাত দেয় এবং বিনম্র। আর যারা আল্লাহ ও তাঁর রসূল এবং বিশ্বাসীদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করে, তারাই আল্লাহর দল এবং তারাই বিজয়ী।" [সূরা মায়েদা: ৫৫-৫৬]

(খ) যাদের সাথে পূর্ণ সম্পর্ক ছিন্ন করতে হবে। এরা হচ্ছে কাফের ও মুশরেকরা। চাই ইহুদি হোক বা

খ্রীষ্টান হোক কিংবা অগ্নীপূজক হোক বা মূর্তিপূজক হোক অথবা নাস্তিক হোক। আর মুসলিমদের মধ্যে যারা কুফরি ও শিরক করে তারাও এর অন্তর্ভুক্ত। যেমনঃ আল্লাহ ছাড়া অন্যকে ডাকে বা বিপদ মুক্তির জন্য আহ্বান করে, অন্যের প্রতি ভরসা করে, আল্লাহ ও রসূল বা দ্বীনকে গালি-গালাজ করে। অথবা দ্বীনকে বর্তমান যুগে অনুপযোগী ভেবে দুনিয়ার জীবন থেকে আলাদা মনে করে ইত্যাদি। কোন মুসলিম ব্যক্তির জন্যে এদের সাথে কোন প্রকার সম্পর্ক রাখা যাবে না, যদিও আপনজন হয় না কেন।

আল্লাহ তা'য়ালার বাণীঃ

Y | W V U T S R Q [

٩ :التحريم Z ^] \ | Z

"হে নবী! কাফের ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ করুন এবং তাদের প্রতি কঠোর হোন। তাদের ঠিকানা জাহান্নাম। সেটা কতইনা নিকৃষ্ট স্থান।" [তাহরীম:৯]

[n o p q r s t u v w

y z { | } ~ مُّبِينًا ﴿١٤٤﴾ Z النساء: ١٤٤

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা কাফেরদেরকে বন্ধু বানাবে না মুমিনদের বাদ দিয়ে। তোমরা কি এমনটি করে নিজের উপর আল্লাহর প্রকাশ্য দলীল কায়েম করে দেবে!" [সূরা নিসা: ১৪৪]

[" # $ % & ' ( ) + , - .

/ 0 1 2 3 5 6 7 8 9 : ; Z

المائدة: ٥١

"হে মুমিনগণ! তোমরা ইহুদী ও খ্রীষ্টানদেরকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করো না। তারা একে অপরের বন্ধু। তোমাদের মধ্যে যে তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত হবে। আর আল্লাহ জালেমদেরকে পথ প্রদর্শন করেন না।" [সূরা মায়েদা: ৫১]

[! " # $ % & ' ( ) * +

, - . / 0 1 2 3 4

= < ; : 9 8 7 5
I G F E D C B A @ >
X W V U T S Q P O M L K J
المجادلة: ٢٢ Z Y

“যারা আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস করে, তাদেরকে আপনি আল্লাহ ও তাঁর রসূলের বিরুদ্ধাচরণকারীদের সাথে বন্ধুত্ব করতে দেখবেন না, যদিও তারা তাদের পিতা, পুত্র, ভ্রাতা অথবা জ্ঞাতি-গোষ্ঠী হয়। তাদের অন্তরে আল্লাহ ঈমান লিখে দিয়েছেন এবং তাদেরকে শক্তিশালী করেছেন তাঁর অদৃশ্য শক্তি দ্বারা। তিনি তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন, যার তলদেশ দিয়ে নদীসমূহ প্রবাহিত। তারা তথায় চিরকাল থাকবে। আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তারাও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট। তারাই আল্লাহর দল। জেনে রাখ, আল্লাহর দলই সফলকাম হবে।”
[সূরা মুজাদালাহঃ ২২]

(গ) যাদের সাথে এক দিক থেকে সম্পর্ক রাখা যাবে আবার অন্য দিক থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করতে হবে:

এরা হলো ফাসেক-ফাজের পাপী মুসলিমরা। এমন পাপ করে না যার দরুন কুফরি পর্যন্ত পৌঁছায়। তারা যতটুক ভাল করে ততটুকু সম্পর্ক রখতে হবে আর যতটুকু খারাপ করে ততটুকু সম্পর্ক ছিন্ন করতে হবে। এদেরকে ওয়াজ-নসিহত দ্বারা অন্যায়, অশ্লীল ও নোংরা কাজ থেকে বারণ ও সৎকাজের নির্দেশ করতে হবে। এদের উপরে দ্বীনের নির্দিষ্ট দণ্ড, সাজা ও শাস্তি কায়েম করতে হবে, যাতে করে তারা তওবা করে ফিরে আসে। যেমন নবী [ﷺ] আব্দুল্লাহ ইবনে হিমারকে মদ পান করার পর নিয়ে আসা হলে শাস্তি দেন। কিন্তু কোন একজন তার প্রতি অভিশাপ করলে তিনি বলেন:

« لَا تَلْعَنُوهُ فَوَاللَّهِ مَا عَلِمْتُ إِنَّهُ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ». البخاري.

"তার প্রতি অভিশাপ কর না; আল্লাহর কসম! আমার জানামতে সে আল্লাহ ও তাঁর রসূলকে ভালবাসে।"[১]

---

১. বুখারী

আল্লাহর জন্য ভালবাসার কিছু দাবি

আল্লাহর ওয়াস্তে ভালবাসার কিছু দাবী রয়েছে তা আদায় করা জরুরি:

১. কুফুরের দেশ ত্যাগ করে মুসলমানের দেশে হিজরত করা। কিন্তু যদি দুর্বল হয় যার হিজরত করা শরিয়ত সম্মত কারণে সম্ভব নয় তার বিধান ভিন্ন।

২. মুসলিমদের সাহায্য করা, জানমাল ও জবান দ্বারা সহযোগিতা করা, তাদের সুখে-দু:খে অংশগ্রহণ করা।

৩. নিজের জন্য যা ভালবাসে তা মুসলিমদের জন্য ভালবাসা। তাঁদের কাউকে ঠাট্টা-বিদ্রুপ না করা এবং তাঁদের অন্তর দিয়ে ভালবাসা, মজলিসে বসা ও পরামর্শের ব্যাপারে আগ্রহী হওয়া।

৪. মুসলমানদের অধিকার যেমন: রোগীর পরিদর্শন, জানাজায় অংশগ্রহণ, তাদের সাথে নরম ব্যবহার, তাদের জন্যে দোয়া-এস্তেগফার করা, তাদের প্রতি সালাম দেয়া, লেনদেনে কোন প্রকার ধোঁকাবাজি

না করা এবং বাতিল পন্থায় তাদের সম্পদ ভক্ষণ না করা।

৫. তাদের বিরুদ্ধে কোন প্রকার গোয়েন্দাগিরী না করা, তাদের গোপন কোন তথ্য শত্রুদেরকে অবহিত না করানো, তাদের হতে সর্বপ্রকার কষ্টদায়ক জিনিস দূর করা, তাদের আপোসে ঝগড়া-বিবাদ হলে মীমাংসা করা।

৬. সকল মুসলিদের একত্রে সম্মিলিত জামাত "জামাতুল মুসলিমীন"-এর সাথে থাকা এবং কোন দলাদলি না করা। ভাল, নেক, তাকওয়া এবং সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধের কাজে সাহায্য-সহযোগিতা করা।

আল্লাহর ওয়াস্তে ঘৃণার জন্য যা জরুরিঃ

১. শিরক, কুফরি ও কাফের, মুশরিকদেরকে ঘৃণা করা এবং অন্তরে তাদের ব্যাপারে দুশমনি রাখা।
২. কাফেরদেরকে বন্ধু না বানানো এবং তাদেরকে ভাল না বাসা। তাদের সাথে পূর্ণ সম্পর্ক ছিন্ন করা। যদিও তারা আপনজন হয় না কেন।
৩. কুফরের দেশে অতি প্রয়োজন ছাড়া সফর না করা। যদি দ্বীনের কার্যাদি কায়েম করা অসম্ভব হয় তাহলে সফর করা হারাম।
৪. কাফেরদের কৃষ্টি-কালচারের সাথে দ্বীন-দুনিয়ার কোন বিষয়ে সদৃশ না করা।
৫. কাফেরদেরকে কোন প্রকার সাহায্য-সহযোগিতা না করা। তাদের প্রশংসা না করা, মুসলিমদের বিরুদ্ধে সাহায্য না করা, অতি প্রয়োজন ও শর্ত ছাড়া তাদের সাহায্য গ্রহণ না করা, তাদের সঙ্গ ও মজলিস ত্যাগ করা, তাদেরকে কোন দায়িত্বশীল না বানানো।
৬. তাদের কোন ধর্মীয় অনুষ্ঠান ও খুশীতে অংশগ্রহণ না করা এবং শুভেচ্ছা না জানানো। অনুরূপ

তাদেরকে সম্মান প্রদর্শন করা এবং সায়্যেদ কিংবা মাওলা ইত্যাদি বলে সম্বোধন না করা।

৭. তাদের জন্যে আল্লাহর নিকট ক্ষমা ও দয়া চেয়ে দোয়া না করা। তবে তাদের হেদায়াতের জন্য দোয়া করা যাবে।
৮. তাদের সাথে কোন প্রকার চাপরাশি বা মোসাহেবি না করা।
৯. তাদের নিকট কোন বিচার প্রার্থী না হওয়া এবং তাদের বিচারে সন্তুষ্টি প্রকাশ না করা। তাদের অনুসরণ ও প্রবৃত্তির অনুকরণ ত্যাগ করা।
১০. তাদেরকে "আসসালাামু 'আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাাহি ওয়া বারকাাতুহ" বলে সালাম না দেয়া। তবে তারা সালাম দিলে শুধুমাত্র "ওয়া 'আলাইকুম" বলা।

বান্দাকে আল্লাহর ভালবাসা

ভাবছেন আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর কোন বান্দাকে ভালবাসেন সে ভালবাসা? আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর কোন বান্দাকে ভালবাসেন? হ্যাঁ, তিনি তাঁর প্রিয় বান্দাদেরকে ভালবাসেন।

আল্লাহ তাঁর কোন বান্দাকে ভালবাসেন এরচেয়ে উত্তম ও মজার ভালবাসা আর কিছুই হতে পারে না। এ ভালবাসার উপরে আর কোন ভালবাসার স্থান হতে পারে না।

কেউ আল্লাহকে ভালবাসলে বা কেউ আল্লাহকে ভালবাসার দাবী করলেই যে আল্লাহ তাকে ভালবাসেন তা বলা যাবে না। অসংখ্য মানুষ আল্লাহর ভালবাসার দাবীদার। কিন্তু সত্যিকারে আল্লাহ তা'য়ালা কাকে ভালবাসেন আর কাকে ভালবাসেন না তা একমাত্র আল্লাহই জানেন।

এ ভালবাসা খুবই কম সংখ্যক মানুষের ভাগ্যে মিলে। ইহা এমন এক ভালবাসা যার প্রতিযোগিতা করে প্রতিযোগীরা। যারা নিজেকে সর্বদা ব্যস্ত করে

রাখে এ ভালবাসা অর্জনে। এরই সৌরভে বিচরণ করে এবাদতকারীরা। ইহা অন্তরের জন্য খাদ্য এবং আত্মার জন্য পুষ্টি ও চোখের জন্য প্রশান্তি।

যে ইহা থেকে বঞ্চিত তার জীবন মৃত্যু তুল্য। ইহা আলো স্বরূপ যে ব্যক্তি এ হতে মাহরুম-বঞ্চিত হলো সে গহীন অন্ধকারে হাবুডুবু খেল। ইহা মহাঔষধ যে পেল না তার অন্তর ব্যধিগ্রস্ত। ইহা এমন মজার জিনিস, যে অর্জন করতে অক্ষম তার পুরা জীবন দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ও ব্যথাতুর।

ইহা ঈমান ও আমল--- ইত্যাদির আত্মা। ইহা ব্যতীত সবকিছুই আত্মাহীন শরীরের মত।

হে আল্লাহ! আমাদেরকে তোমার মাহবুব-প্রিয় বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত করুন। আমীন!

আল্লাহর প্রিয় বান্দা হওয়ার জন্য

আল্লাহর ভালবাসা অর্জনের জন্য অনেক আমল রয়েছে তার মধ্য হতে এখানে আমরা কিছু বর্ণনা করলাম। যেমন:

১. নবী [ﷺ]-এর সুন্নতের একমাত্র অনুসরণ-অনুকরণ এবং অন্যান্য সকল তরীকা ত্যাগ করা।

আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:

J H G F E D C B A @ ? > [

K L M Z آل عمران: ٣١

"বলুন, যদি তোমরা আল্লাহর ভালবাসা পেতে চাও তাহলে আমার অনুসরণ কর। ফলে আল্লাহও তোমাদেরকে ভালবাসবেন এবং তোমাদের পাপসমূহ মার্জনা করবেন।" [সূরা-আল-ইমরান: ৩১]

হাসান বাসরী (রহ:) বলেন: এ আয়াতটি নবী [ﷺ]-এর মিথ্যুক ভালবাসা দাবীদারদের দাবী খণ্ডন করার

জন্য নাজিল হয়।[১]

তাই যারা নবীর তরীকা বাদ দিয়ে বিভিন্ন পীর-ওলীর তরীকা ধরে। এমনকি আশেকে রসূল দাবি করে তাদের মিথ্যা ভালবাসার কোনই মূল্য নেই। যারা নবীর সুন্নতকে বাদ দিয়ে রকমারি বিদাত সৃষ্টি করে মানুষকে পথভ্রষ্ট করছে, তাদের তওবা করে ফিরে আসা একান্ত জরুরি।

২. বেশি বেশি নফল এবাদত করা। সালাতের নফল, দান-খয়রাতের নফল, হজ্ব-উমরার নফল ও রোজা ইত্যাদির নফল এবাদত। আল্লাহ তা'য়ালা হাদীসে কুদসীতে বলেন:

« وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ ». البخاري.

"আর বান্দা নফল এবাদতসমূহ দ্বারা আমার নৈকট্যলাভ করতে থাকে, এমনকি আমি তাকে ভালবেসে ফেলি।"

৩. আল্লাহর ওয়াস্তে আপোসে ভালবাসা।

---

[১]. তাফসীর ত্ববারী:৬/৩২২ দ্র:

৪. আল্লাহর ওয়াস্তে একে অপরের জিয়ারত করা।

৫. আল্লাহর ওয়াস্তে একে অপরের জন্য খরচ করা।

৬. আল্লাহর ওয়াস্তে একে অপরের সাথে সম্পর্ক রাখা।

৭. আল্লাহর ওয়াস্তে একে অপরের জন্য কল্যাণ কামনা করা।

আল্লাহ তা'য়ালা হাদীসে কুদসীতে বলেন:

«حَقَّتْ مَحَبَّتِي لِلْمُتَحَابِّينَ فِيَّ وَحَقَّتْ مَحَبَّتِي لِلْمُتَزَاوِرِينَ فِـــيَّ وَحَقَّتْ مَحَبَّتِي لِلْمُتَبَاذِلِينَ فِيَّ وَحَقَّتْ مَحَبَّتِي لِلْمُتَوَاصِلِينَ فِيَّ».
أحمد: ٣٨٦/٤ و ٥/ ٢٣٦

«وَحَقَّتْ مُحَبَّتِي لِلْمُتَنَاصِحِينَ فِيَّ ». عند ابن حبان: ٣٣٨/٣ وصحح الحديثين الشيخ الألباني في: صحيح الترغيب والترهيـــب:(٣٠١٩، ٣٠٢٠، ٣٠٢١).

আমার ওয়াস্তে একে অপরকে যারা ভালবাসে তাদের জন্যে আমার ভালবাসা সুসাব্যস্ত। আমার ওয়াস্তে যারা একে অপরের জিয়ারত (সাক্ষাত) করে তাদের জন্যে আমার ভালবাসা সুসাব্যস্ত। আমার

ওয়াস্তে একে অপরের জন্য যারা খরচ করে তাদের জন্যে আমার ভালবাসা সুসাব্যস্ত। আমার ওয়াস্তে একে অপরের সাথে যারা সম্পর্ক রাখে তাদের জন্যে আমার ভালবাসা সুসাব্যস্ত।"

অন্য এক বর্ণনায় আছে:"আমার ওয়াস্তে একে অপরের কল্যাণ কামনাকারীদের জন্যে আমার ভালবাসা সুসাব্যস্ত।"[১]

৮. আল্লাহর বেশি বেশি জিকির করা:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ:« أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي وَأَنَا مَعَهُ حِينَ يَذْكُرُنِي إِنْ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي وَإِنْ ذَكَرَنِي فِي مَلَإٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَإٍ هُمْ خَيْرٌ مِنْهُمْ وَإِنْ تَقَرَّبَ مِنِّي شِبْرًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ مِنْهُ بَاعًا وَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً ». متفق عليه.

---

[১]. আহমাদ ও ইবনে হিব্বান, শাইখ আলবানী (রহঃ) হাদীস দু'টিকে সহীহ বলেছেন, সহীহ তারগীব-তারহীব হাঃ নং ৩০১৯, ৩০২০, ৩০২১

আবু হুরাইরা [ﷺ] হতে বর্ণিত, তিনি বলেন রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেন:"আল্লাহ তা'য়ালা বলেন: আমার বান্দা আমাকে যেরূপ ধারণা করে সেইরূপ পায়। সে যখন আমাকে স্মরণ করে তখন আমি তার সাথে থাকি। যদি সে তার অন্তরে আমাকে স্মরণ করে আমি তাকে আমার অন্তরে স্মরণ করি। যদি সে আমাকে কোন সভাষদে স্মরণ করে আমি তাকে তাদের চাইতে উত্তম সভাষদে স্মরণ করি। যদি সে এক বিঘত আমার দিকে এগিয়ে আসে আমি তার দিকে এক হাত এগিয়ে যাই। আর যদি সে আমার দিকে এক হাত এগিয়ে আসে আমি তার দিকে দুই হাত প্রসারিত করে এগিয়ে যাই। আর যদি সে আমার দিকে হেঁটে আসে আমি তার দিকে দ্রুত হেঁটে যাই।"[১]

৯. আল্লাহর পরীক্ষায় সবুর করা:

عَنْ أَنَسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: « إِنَّ عِظَمَ الْجَزَاءِ مَعَ عِظَمِ الْبَلَاءِ، وَإِنَّ اللَّهَ إِذَا أَحَبَّ قَوْمًا ابْتَلَاهُمْ فَمَنْ

[১]. বুখারী ও মুসলিম

رَضِيَ فَلَهُ الرِّضَا وَمَنْ سَخِطَ فَلَهُ السَّخَطُ». الترمذي:٢٣٩٦ وابن ماجه:٤٠٣١ وصححه الشيخ الألباني

১. আনাস [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি নবী [ﷺ] হতে বর্ণনা করেন। তিনি [ﷺ] বলেছেন:"বালা-মসিবত যত বড় হবে তার প্রতিদানও ততো বড় হবে। আর আল্লাহ তা'য়ালা যখন কোন জাতিকে ভালবাসেন তখন তাদেরকে বালা-মসিবত দান করেন। অত:পর যে সন্তুষ্ট হয় তার জন্যে আল্লাহর সন্তুষ্ট আর যে অসন্তুষ্ট তার জন্যে আল্লাহর অসন্তুষ্ট।"[১]

عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ: « إِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدِه الْخَيْرَ عَجَّلَ لَهُ الْعُقُوبَةَ فِي الدُّنْيَا، وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدِه الشَّرَّ أَمْسَكَ عَنْهُ بِذَنْبِه حَتَّى يُوَافِيَ بِه يَوْمَ الْقِيَامَةِ». الترمذي:٢٣٩٦ وصححه الشيخ الألباني.

২. আনাস [ﷺ] হতে বর্ণিত, তিনি বলেন রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেন:"যখন আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর কোন

---

[১]. তিরমিযী হাঃ নং ২৩৯৬ ইবনে মাজাহ হাঃ নং ৪০৩১, শাইখ আলবানী (রহঃ) হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

বান্দার মঙ্গল চান তখন দুনিয়াতেই তার শাস্তি দ্রুত দিয়ে দেন। আর যখন তাঁর কোন বান্দার অমঙ্গল চান তখন তার পাপরাজি জমায়েত করে রেখে রোজ কিয়ামতে তার প্রতিদান দেবেন।"[১]

১০. বাহির ও ভিতর পরিস্কার করার জন্য বেশি বেশি তওবা ও পবিত্রতা অর্জন করা:

আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:

[إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلتَّوَّٰبِينَ وَيُحِبُّ ٱلْمُتَطَهِّرِينَ ﴿٢٢٢﴾ Z البقرة: ٢٢٢

"নিশ্চয়ই আল্লাহ তওবাকারী এবং পবিত্রতা অর্জনকারীদেরকে পছন্দ করেন।" [বাকারা: ২২২]

এ ছাড়া সূরা তওবার (১০৮) আয়াতে আল্লাহ পবিত্রা অর্জনকারীদেরকে ভালবাসেন সে কথা উল্লেখ করেছেন।

১১. এহসান করা। মখলুকাতের প্রতি আনুগ্রহ দ্বারা এবং আল্লাহর এবাদত এমনভাবে করা যে, যেন

---

[১]. তিরমিযী হা: নং ২৩৯৬, শাইখ আলবানী (রহ:) হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

আল্লাহকে দেখছেন যাকে মুশাহাদা বলে। আর এমনটি না হলে, আল্লাহ অবশ্যই দেখছেন একিন করা যাকে মুরাকাবা বলে।

আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:

~ } | z x w v u t s r q p [

ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿١٩٥﴾ Z البقرة: ١٩٥

"আর ব্যয় কর আল্লাহর পথে, তবে নিজের জীবনকে ধ্বংসের সম্মুখীন করো না। আর মানুষের প্রতি অনুগ্রহ কর। নিশ্চয় আল্লাহ অনুগ্রহকারীদেরকে ভালবাসেন।" [সূরা বাকারা:১৯৫]

আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:

4 3 2 1 0 / . [

آل عمران: Z < ; : 9 7 6 5
١٣٤

"যারা স্বচ্ছলতায় ও অভাবের সময় ব্যয় করে, যারা নিজেদের রাগকে সংবরণ করে আর মানুষের প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন করে, বস্তুত: আল্লাহ এহসানকারীদেরকে ভালবাসেন।" [সূরা আল-ইমরান:১৩৪]

নবী [ﷺ] বলেন:

« **الْإِحْسَانُ أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ**». متفق عليه.

“এহসান হলো: তুমি এমনভাবে এবাদত করবে যেন আল্লাহকে দেখতেছ। আর যদি এমনটি না হয়, তাহলে অবশ্যই আল্লাহ তোমাকে দেখছেন।”

১২. তাকওয়া অর্জন করা। তাকওয়া হলো: আল্লাহর সমস্ত আদেশ পালন ও সকল নিষেধ ত্যাগ করার নাম এবং তাকওয়া অর্জনকারীকে মুত্তাকী তথা আল্লাহভীরু বলা হয়।

আল্লাহ তা‘য়ালার বাণী:

[´ µ ¶ ¸ وَٱتَّقَىٰ فَإِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَّقِينَ ﴿٧٦﴾ Z آل عمران: ٧٦

“যে ব্যক্তি নিজ প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করবে এবং আল্লাহভীরু হবে। নিশ্চয় আল্লাহ মুত্তাকীনদেরকে ভালবাসেন।” [সূরা আল-ইমরান:৭৬]

১৩. সবুর করা। সবুর তিন প্রকার: বালা-মসিবতে সবুর করা, পাপ কার্যাদি ছাড়তে সবুর করা এবং এবাদত করতে সবুর করা।

আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:

] { ~ نَّبِيٍّ قَٰتَلَ مَعَهُۥ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُواْ لِمَآ أَصَابَهُمۡ ©

سَبِيلِ ٱللَّهِ وَمَا ضَعُفُواْ وَمَا ٱسۡتَكَانُواْۗ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ´ µ Z آل
عمران: ١٤٦

"আর বহু নবী ছিলেন; যাঁদের সঙ্গী–সাথীরা তাঁদের অনুবর্তী হয়ে জিহাদ করেছে; আল্লাহর পথে–তাদের কিছু কষ্ট হয়েছে বটে, কিন্তু আল্লাহর রাহে তারা হেরেও যায়নি, ক্লান্তও হয়নি এবং দমেও যায়নি। আর যারা সবুর করে, আল্লাহ তাদেরকে ভালবাসেন।"
[সূরা আল-ইমরান:১৪৬]

১৪. আল্লাহর প্রতি ভরসা করা।

আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:

5 4 3 2 1 0 . - , + *) [

B A ? > = < ; : 9 7 6

C D E G H I J K Z آل عمران: ١٥٩

“আল্লাহর রহমতেই আপনি তাদের জন্য কোমল হৃদয় হয়েছেন। পক্ষান্তরে আপনি যদি রূঢ় ও কঠিন–হৃদয় হতেন, তাহলে তারা আপনার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতো, কাজেই আপনি তাদের ক্ষমা করে দিন এবং তাদের জন্য ক্ষমা কামনা করুন এবং কাজে-কর্মে তাদের সাথে পরামর্শ করুন। অত:পর যখন কোন কাজের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে ফেলেন, তখন আল্লাহর উপর ভরসা করুন। নিশ্চয় আল্লাহ্ ভরসাকারীদেরকে ভালবাসেন।” [সূরা আল-ইমরান:১৫৯]

১৫. ইনসাফ করা।

আল্লাহ তা‘য়ালার বাণীঃ

> = < ; : 9 8 7 6 5 [

? Z المائدة: ٤٢

“যদি ফয়সালা করেন, তবে ন্যায়ভাবে ফয়সালা করুন। নিশ্চয় আল্লাহ ইনসাফকারীদেরকে ভালবাসেন।” [সূরা মায়েদা:৪২]

] فَإِن فَآءَتۡ فَأَصۡلِحُواْ بَيۡنَهُمَا بِٱلۡعَدۡلِ وَأَقۡسِطُوٓاْۖ إِنَّ ٱللَّهَ ©
ٱلۡمُقۡسِطِينَ ٩ Z الحجرات: ٩

“যদি ফিরে আসে, তবে তোমরা তাদের মধ্যে ন্যায়ানুগ পন্থায় মীমাংসা করে দিবে এবং ইনসাফ করবে। নিশ্চয় আল্লাহ তা'য়ালা ইনসাফকারীদেরকে ভালবাসেন।” [সূরা হুজুরাত:৯]

আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের কিছু লক্ষণ

এর অনেক আলামত-লক্ষণ রয়েছে তার মধ্য হতে এখানে কিছু বর্ণনা করা হলো। যেমন:

১. মুমিনদের সাথে বিনয়ী।

২. কাফেরদের প্রতি কঠোর।

৩. আল্লাহর জন্যে নিজের নফস-প্রবৃত্তি এবং জিন-ইনসান শয়তান, মুনাফেক ও ফাসেক-ফাজের এবং কাফেরদের সাথে জিহাদকারী।

৪. কোন ভর্ৎসনাকারীর ভর্ৎসনার তোয়াক্কা না কারা।

x w v u t s r q p o n m l [

ٱلْكَٰفِرِينَ يُجَٰهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا ~ } | { z y

يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَآئِمٍۚ ذَٰلِكَ فَضْلُ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآءُۚ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ ´ µ Z

المائدة: ٥٤

"হে মু'মিনগণ! তোমাদের মধ্যে যে স্বীয় ধর্ম থেকে ফিরে যাবে, (ফলে) অচিরেই আল্লাহ এমন এক সম্প্রদায় সৃষ্টি করবেন, যাদেরকে তিনি (আল্লাহ)

ভালবাসবেন এবং তারাও আল্লাহকে ভালবাসবে। আর তারা মুসলমানদের প্রতি বিনয়-নম্র হবে এবং কাফেরদের প্রতি কঠোর হবে। তারা আল্লাহর পথে জিহাদ করবে এবং কোন তিরস্কারকারীদের তিরস্কারে ভীত হবে না। ইহা আল্লাহর অনুগ্রহ-তিনি যাকে ইচ্ছা দান করেন। আল্লাহ প্রাচুর্য দানকারী, মহাজ্ঞানী।” [সূরা মায়েদা: ৫৪]

আল্লাহর ভালবাসার উপকারিতা

১. আল্লাহর প্রিয় বান্দা হওয়ার সুযোগলাভ:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« إِذَا أَحَبَّ اللَّهُ الْعَبْدَ نَادَى جِبْرِيلَ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ فُلَانًا فَأَحْبِبْهُ فَيُحِبُّهُ جِبْرِيلُ فَيُنَادِي جِبْرِيلُ فِي أَهْلِ السَّمَاءِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ فُلَانًا فَأَحِبُّوهُ فَيُحِبُّهُ أَهْلُ السَّمَاءِ ثُمَّ يُوضَعُ لَهُ الْقَبُولُ فِي الْأَرْضِ ». البخاري:٣٢٠٩

আবু হুরাইরা [ﷺ] হতে বর্ণিত, তিনি নবী [ﷺ] থেকে বর্ণনা করেন। তিনি [ﷺ] বলেছেন:"আল্লাহ যখন কোন বান্দাকে ভালবাসেন তখন জিবরীল [عليه السلام]কে ডেকে বলেন: আল্লাহ উমুককে ভালবাসেন, তুমিও তাকে ভালবাস। অত:পর জীবরীল [عليه السلام] তাকে ভালবাসেন। এরপর জিবরীল [عليه السلام] আসমানের ফেরেশতাদের ডেকে বলেন: নিশ্চয় আল্লাহ উমুককে ভালবাসেন। অতএব, তোমরাও তাকে ভালবাস। তখন

আসমানবাসীরা (ফেরেশতাগণ) তাকে ভালবাসেন। অত:পর পৃথিবীতে তার গ্রহণযোগ্যতা দেয়া হয়।”[১]

২. আল্লাহর ওলী হওয়া এবং তাঁর পক্ষ থেকে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের হেফাজত:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ قَالَ:« مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ، وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ، وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ، فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، وَإِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، وَلَئِنْ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ، وَمَا تَرَدَّدْتُ عَنْ شَيْءٍ أَنَا فَاعِلُهُ تَرَدُّدِي عَنْ نَفْسِ الْمُؤْمِنِ يَكْرَهُ الْمَوْتَ وَأَنَا أَكْرَهُ مَسَاءَتَهُ ». البخاري.

আবু হুরাইরা [ﷺ] থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেন:“আল্লাহ তা‘য়ালা বলেন: যে

---

১. বুখারী হা: নং ৩২০৯

ব্যক্তি আমার ওলীর সাথে শত্রুতা করে আমি তার সঙ্গে যুদ্ধ ঘোষণা করি। বান্দা যার দ্বারা আমার নৈকট্যলাভ করে তার মধ্যে সবচেয়ে প্রিয় হচ্ছে আমি যা তার প্রতি ফরজ করেছি। আর বান্দা নফল এবাদতসমূহ দ্বারা আমার সান্নিধ্যলাভ করতে থাকে এমনকি আমি তাকে ভালবেসে ফেলি।

অত:পর যখন আমি তাকে ভালবাসি তখন সে কান দ্বারা তাই শুনে যা আমি শুনা ভালবাসি, তার চোখ দ্বারা তাই দেখে যা আমি দেখা পছন্দ করি, তার হাত দ্বারা তাই ধরে যা আমি ধরা পছন্দ করি, তার পা দ্বারা সেখানে চলে যেখানে চলা আমি পছন্দ করি। আর যদি সে আমার নিকট চায় আমি অবশ্যই তাকে দেই। সে আমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করলে আমি তাকে অবশ্যই আশ্রয় দেই। আর মুমিন বান্দা মৃত্যুকে ঘৃণা করে, তাই তার মৃত্যুদানে আমি যত ইতস্তত করি তা অন্য ব্যাপারে করি না; কারণ আমি তাকে কষ্ট দেয়া অপছন্দ করি।[১]

---

১. বুখারী

৩. হেদায়েতলাভ ও তাকওয়ার তওফিক:

আল্লাহ তা'য়ালা বাণী:

] وَٱلَّذِينَ ٱهۡتَدَوۡاْ زَادَهُمۡ هُدٗى وَءَاتَىٰهُمۡ تَقۡوَىٰهُمۡ ﴿١٧﴾ Z محمد: ١٧

"যারা হেদায়েতপ্রাপ্ত হয়েছে, তাদের হেদায়েতপ্রাপ্তি আরো বেড়ে যায় এবং আল্লাহ তাদেরকে তাকওয়া দান করেন।" [সূরা মুহাম্মাদ:১৭]

উপসংহার

আল্লাহর প্রিয় বান্দা হওয়াটা সহজ ব্যাপার নয়। ইহা দাবি করলেই বা নামের পূর্বে উপাধি লাগালেই হওয়া যায় না। এর জন্য প্রয়োজন জ্ঞান ও আমল।

তাই দেরি না করে আমরা আজ থেকেই সঠিক জ্ঞানার্জন ও অমল করা শুরু করেদি।

হে আল্লাহ! আমাদেরকে তোমার একান্ত মাহবুব-প্রিয় বান্দা হওয়ার তৌফিক দান করুন।

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومـــن تـــبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

সমাপ্ত